📘 HIS – MDC CC–6

HISTORY OF INDIA (C.1526–1605)

UNIT – I : Sources and Historiography

(১) মোগল ইতিহাসের প্রধান উৎসসমূহ (পার্সি ও দেশজ ভাষার উৎস)

১৬শ–১৭শ শতকে মোগল আমলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস জানার অন্যতম ভরসাযোগ্য উৎস হল—

ক) পার্সি ভাষার উৎস:

- পার্সি ছিল মোগল দরবারের সরকারিভাষা।
- প্রধান রচনাগুলি – বাবরনামা, আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী, তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি, ফতুহাত-ই-আলমগির, তাজকিরা ইত্যাদি।
- এগুলিতে রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, যুদ্ধ এবং দরবার জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ আছে।

খ) দেশজ উৎস (ভারতীয় ভাষা):

- হিন্দি/ব্রজ ভাষায় রচিত কবিতা-সাহিত্য, লোককথা।
- বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাস।
- ভক্তি–সাহিত্য, সুফি সঙ্গীত, লোককথা থেকে সামাজিক–ধর্মীয় ইতিহাস জানা যায়।

---

(২) মোগল রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতবাদ

ভারতীয় ও বিদেশি ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মোগল রাষ্ট্র নিয়ে বহু ভিন্ন মত রয়েছে—

(ক) কেন্দ্রীয়কৃত সাম্রাজ্য তত্ত্ব

আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ছিল শক্তিশালী, প্রশাসনিক দিক থেকে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে।

(খ) সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব

রাজপুত, জমিদার, সাব-ইনফিউডাল শক্তিকে ঘিরে সামন্তধর্মী সমাজ গঠিত। রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমির মালিকানার ওপর তাদের কর্তৃত্ব ছিল।

(গ) রাজস্ব কাঠামো তত্ত্ব

অর্থনৈতিক রূপান্তরই মোগল রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। আবুল ফজল, টোডি, বারানি প্রমুখের লেখায় তা স্পষ্ট।

এই ইউনিট ছাত্রদের ইতিহাস–দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎসবিশ্লেষণের দক্ষতা গড়ে তোলে।

UNIT – II : Establishment of Mughal Rule (1526–1556)

(১) বাবরের আক্রমণের পূর্বে ভারতের অবস্থা

- উত্তর ভারতে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা।
- লোদি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, জমিদার–মধ্যস্তর বিদ্রোহ, আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষ–এগুলি বাবরের বিজয় সহজ করে।

(২) মোগল–আফগান আধিপত্যের লড়াই এবং শেরশাহ সূরির সংস্কার

- বাবরের পর হুমায়ুনের পতনে আফগান শক্তির পুনরুত্থান হয়।
- শেরশাহ সূরি (১৫৪০–১৫৪৫) – সর্বশ্রেষ্ঠ আফগান শাসক:

তার কীর্তি :

- **রাজস্ব সংস্কার:** জমি জরিপ, ফলনভিত্তিক কর, ন্যায়সম্মত করহার।
- **প্রশাসন:** সার্কারি দাপ্তরিক ব্যবস্থা সুগঠিত।
- **রাস্তা ও ডাকব্যবস্থা:** গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক সড়ক নির্মাণ—পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ।

(৩) আকবরের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন

- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মোগল শক্তির পুনরুজ্জীবন।
- আকবর দিল্লিতে শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

UNIT – III : Consolidation under Akbar

(১) সামরিক অভিযান ও বিজয়

গুজরাট অভিযান (১৫৭২):

- আকবর আরব সাগর–বাণিজ্য দখল করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান:

- আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকোন্ডা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার।

বাংলা অভিযান:

- ১৫৭৬–এর বাইরে বাংলা দখল।

প্রতিরোধ:

- **হেমু বিক্রমাদিত্য**, **রানা প্রতাপ**, **রানি দুর্গাবতী**, **চাঁদ বিবি** প্রমুখ শক্ত প্রতিরোধ গড়েন।

---

(২) প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ

জাবত ব্যবস্থা:

- ভূমি জরিপ–মাপে কর আরোপ।

মনসাবদারি ব্যবস্থা:

- সামন্ত নয়—রাজকর্মচারী।
- আমলাদের ঘোড়ার সংখ্যা ও পদমর্যাদা নির্ধারণ।

জাগির ব্যবস্থা:

- জমির রাজস্ব আমলাদের বেতন।

মাদাদ-ই-মাশ:

- ধর্মীয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–সেবামূলক সংস্থাকে ভাতা।

---

(৩) রাজপুত সংযুক্তিকরণ ও মোগল অভিজাত গোষ্ঠী

- আকবর রাজনৈতিক বিবাহ ও কূটনীতির মাধ্যমে রাজপুতদের সাম্রাজ্যে যুক্ত করেন।
- রাজপুত অভিজাতরা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করেন।

(৪) বিদ্রোহ, উলামাদের চাপ

- সরকরাই বিদ্রোহ দমন।
- ধর্মীয় উলামারা আকবরের নব্য–নীতি (সুলহ–ই–কুল) নিয়ে আপত্তি জানান।

UNIT – IV : Society and Economy

কৃষি পরিস্থিতি

- ভারত প্রধানত কৃষিভিত্তিক।
- চাষী, জমিদার, কৃষিজ উত্তেজনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিল্প উৎপাদন

- ধাতু, টেক্সটাইল, কাগজ, জাহাজ, অস্ত্রশিল্প উন্নত।

বাণিজ্যের বিকাশ

- অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা—সাপ্তাহিক হাট, দীর্ঘ বাণিজ্যপথ।
- বিদেশি বাণিজ্য—পর্তুগিজ/আরব ব্যবসায়ীদের দাপট।
- শহর নগরায়ণ—আগরা, লাহোর, ফতেহপুর শিক্রি।

UNIT – V : Religion and Culture

(১) ধর্মীয় সহনশীলতা ও সুলহ–ই–কুল

- আকবর সমস্ত ধর্মের প্রতি সহনশীল আচরণের নীতি প্রবর্তন করেন।
- সমাজে অখণ্ডতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

(২) সুফি আন্দোলন

- একেশ্বরবাদ, ভক্তি, মানবতা প্রচার।
- দরবেশ ও পীরদের মাধ্যমে সমাজসংস্কার।

(৩) ভক্তি আন্দোলন

- দক্ষিণ–উত্তরের যোগসূত্র।
- কবীর, তুলিসীদাস, চৈতন্য, নামদেব – সাম্যবাদী ধর্মবোধ প্রচার।

পরীক্ষামুখী ছোট প্রশ্নের ধারণা (৫ নম্বর):

১) জাবত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।
২) আকবরের রাজপুত নীতি কী?
৩) শেরশাহ–এর রাজস্ব সংস্কারের বৈশিষ্ট্য।
৪) সুলহ–ই–কুল বলতে কী বোঝায়?
৫) আকবরের মনসাবদারি ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।

দীর্ঘ প্রশ্নের নমুনা:

১) আকবর কীভাবে মোগল সাম্রাজ্যকে সংহত করেন–আলোচনা করো।
২) মোগল সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো।
৩) পার্সি উৎস মোগল ইতিহাস লেখায় কী গুরুত্ব বহন করে ব্যাখ্যা করো।

নীচে **আপনার আপলোড করা সিলেবাস অনুযায়ী** প্রতিটি ইউনিট থেকে—

⬩ ৫টি ইউনিট থেকে তিনটি করে মোট ১৫টি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর
⬩ ৫টি ইউনিট থেকে দুইটি করে মোট ১০টি দশ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

বাংলা ভাষায় প্রদান করা হল।

সিলেবাস সূত্র:

১৫টি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

(প্রতি ইউনিট থেকে তিনটি করে)

UNIT–I (৫×৩ = ১৫ নম্বর)

১. মোগল ভারতীয় ইতিহাসের দুটি পার্সি উৎসের নাম লিখো। (৫)

উত্তর:
মোগল আমল বোঝার ক্ষেত্রে পার্সি ভাষার উৎস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে **বাবরনামা**, **আকবরনামা**, **আইন-ই-আকবরী**, **তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী** উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থ থেকে রাজনীতি, সমাজ, সামরিক অভিযান ও প্রশাসনিক কাঠামোর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

---

২. মোগল রাষ্ট্র সম্পর্কে ‘কেন্দ্রীয়কৃত সাম্রাজ্য তত্ত্ব’ কী? (৫)

উত্তর:
ইতিহাসবিদদের একদল মনে করেন আকবর ও তার উত্তরসূরিদের সময় মোগল সাম্রাজ্য অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রশাসন, রাজস্ব, বিচার এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ সরাসরি সম্রাটের হাতে ছিল। মনসাব, জাবত এবং জাগির ব্যবস্থা এই কেন্দ্রীয়করণের ভিত্তি তৈরি করে।

---

৩. দেশজ ভাষার উৎসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। (৫)

উত্তর:
হিন্দি, ব্রজ, মারাঠি, বাংলা, গুজরাটি সাহিত্যে মোগল আমলের সামাজিক–ধর্মীয় বাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তি ও সুফি সাহিত্য থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষি–সংগঠন ও লোকসংস্কৃতির তথ্য জানা যায়।

UNIT–II (৫×৩ = ১৫ নম্বর)

৪. বাবরের ভারত আক্রমণের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করো। (৫)

উত্তর:
ভূমিবিভাজন, আঞ্চলিক বিদ্রোহ, লোদি বংশের দুর্বলতা, অর্থনৈতিক টানা–টানির কারণে ভারত দুর্বল ও বিভক্ত ছিল। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা বাবরের বিজয়কে সহজ করে।

---

৫. শেরশাহ সূরির প্রশাসনিক সংস্কারের দুটি দিক আলোচনা করো। (৫)

উত্তর:
শেরশাহ ভূমি জরিপ ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। করহার ফলন নির্ভর ছিল। এছাড়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ, ডাকব্যবস্থা উন্নয়ন, দাপ্তরিক সংগঠন মোগল প্রশাসনের আদর্শ গড়ে দেয়।

---

৬. আকবর কীভাবে মোগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন? (৫)

উত্তর:
হেমু পরাজয় ও দমন, আঞ্চলিক প্রতিরোধ ভেঙে দিল্লি পুনর্দখল, রাজপুত সমন্বয়নীতি এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে আকবর সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

UNIT–III (৫×৩ = ১৫ নম্বর)

৭. মনসাবদারি ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। (৫)

উত্তর:
মনসাব ছিল মোগল আমলে সামরিক ও প্রশাসনিক পদ। মনসাবধারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হত। তারা সরাসরি সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকত এবং জাগির পেত।

---

৮. আকবরের গুজরাট অভিযান কেন গুরুত্বপূর্ণ? (৫)

উত্তর:
গুজরাট বিজয়ের মাধ্যমে মোগলরা আরব সমুদ্রের বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া গুজরাটের বন্দর রাজস্ব রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

---

৯. রাজপুত নীতি আলোচনা করো। (৫)

উত্তর:
আকবর রাজপুতদের রাজনৈতিক বিবাহ, সম্মান ও উচ্চ প্রশাসনিক পদ দিয়ে সাম্রাজ্যে যুক্ত করেন। এতে বহু যুদ্ধে রাজপুতরা মোগলদের সমর্থন করে।

UNIT–IV (৫×৩ = ১৫ নম্বর)

১০. মোগল কৃষিয ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (৫)

উত্তর:
কৃষি ছিল সাম্রাজ্যের ভিত্তি। জমিদার–চাষি সম্পর্ক, জাবত করব্যবস্থা, ফলনভিত্তিক মূল্য, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি মোগল অর্থনীতি গড়ে তোলে।

---

১১. দাক্ষিণাত্য শিল্প উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (৫)

উত্তর:
বস্ত্র, ধাতু, অস্ত্র, জাহাজ, কাঠামোশিল্প উন্নত হয়। প্রদেশভেদে বিশেষায়ন ছিল—বঙ্গের বস্ত্র, গুজরাটের বাণিজ্য।

---

১২. বিদেশি বাণিজ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (৫)

উত্তর:
পর্তুগিজদের আগমন, ভারত–আরব সমুদ্রবাণিজ্য, বন্দরনগরগুলির বিকাশ, পাশাপাশি আরব বণিকদের সক্রিয় উপস্থিতি মোগল বাণিজ্যকে শক্তিশালী করে।

UNIT–V (৫×৩ = ১৫ নম্বর)

১৩. সুলহ–ই–কুল কী? (৫)

উত্তর:
আকবরের প্রবর্তিত ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি। এতে অমুসলিম, হিন্দু, শিখ, জৈন সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান নিশ্চিত হয়।

---

১৪. ভক্তি আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (৫)

উত্তর:
(ক) ঈশ্বরপ্রেম ও ব্যক্তিগত ভক্তির ওপর জোর
(খ) জাতিবৈষম্যর বিরোধিতা
চৈতন্য, কবীর, নামদেব প্রমুখ এই আন্দোলনে পথিকৃত ছিলেন।

---

১৫. সুফি আন্দোলনের ধর্মীয়–সামাজিক গুরুত্ব কী? (৫)

উত্তর:
সুফিবাদ সহনশীলতা, মানবপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও সত্য প্রচার করে। এতে মুসলিম সমাজে উদারতা বৃদ্ধি হয়।

১০টি দশ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

(প্রতি ইউনিট থেকে ২টি করে)

UNIT–I (১০×২ = ২০ নম্বর)

১. পার্সি উৎস মোগল ইতিহাসে কেন অপরিহার্য—বিশ্লেষণ করো। (১০)

উত্তর:
পার্সি ছিল মোগল দরবারের সরকারিভাষা। তাই

- প্রশাসন, রাজস্ব, যুদ্ধনীতি, সম্রাটদের জীবনী,
- সামরিক অভিযান, সভাসংস্কৃতি,

- রাজনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি ও সমাজজীবনের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়। বাবরনামা, আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী ইতিহাসের প্রধান ভিত্তি। তাই পার্সি উৎস মোগল ইতিহাস পুনর্গঠনের কেন্দ্রভূমি।

---

২. মোগল রাষ্ট্র নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতবাদ আলোচনা করো। (১০)

উত্তর:
ইতিহাসবিদদের মতে—
(ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র তত্ত্ব
(খ) সামন্তীয় তত্ত্ব
(গ) রাজস্ব ও অর্থনীতি ভিত্তিক তত্ত্ব
প্রত্যেকেই মোগল রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে আকবরের সময়ে প্রশাসনিক একীকরণ সর্বাধিক স্থিতিশীল রূপ নেয়।

UNIT–II (১০×২ = ২০ নম্বর)

৩. বাবরের ভারত বিজয়ের পটভূমি ব্যাখ্যা করো। (১০)

উত্তর:
লোদি বংশ দুর্বল
আঞ্চলিক শাসকদের দ্বন্দ
আন্তঃসেনা বিভেদ
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
এইসব কারণে ভারতে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

---

৪. শেরশাহ সূরি মোগল ইতিহাসে কী গুরুত্ববহ? (১০)

উত্তর:
শেরশাহ ভূমি–রাজস্ব সংস্কার, প্রশাসনিক কাঠামো, সড়ক–ডাক ব্যবস্থা, সামরিক পদ্ধতি উন্নত করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। আকবরের জাবত ও রাজস্ব কাঠামো তার সংস্কারের উত্তরসূরি।

UNIT–III (১০×২ = ২০ নম্বর)

৫. আকবর কীভাবে সাম্রাজ্য সংহত করেন? বিশ্লেষণ করো। (১০)

উত্তর:
গুজরাট, বাংলা, দাক্ষিণাত্য অভিযান, রাজপুত সমন্বয়, মনসাব ব্যবস্থা, জাবত ব্যবস্থা, ধর্মনীতি—সব মিলিয়ে আকবর সাম্রাজ্যকে সর্বোচ্চ শক্তিতে উন্নীত করেন।

---

৬. মনসাব, জাগির ও জাবত ব্যবস্থার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। (১০)

উত্তর:
মনসাব ছিল সামরিক–প্রশাসনিক পদ; জাগির ছিল তাদের বেতন হিসেবে জমির রাজস্ব অধিকার; জাবত কর গণনায় সহায়ক ছিল। এই তিন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড়িয়ে ছিল।

UNIT–IV (১০×২ = ২০ নম্বর)

৭. মোগল আমলের কৃষি ও শিল্প সংগঠন আলোচনা করো। (১০)

উত্তর:
কৃষি উৎপাদন, ফলন, করসংগ্রহ, জমিদার ও চাষী সম্পর্ক; পাশাপাশি বস্ত্র, ধাতু, অস্ত্র, বন্দরশিল্প রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে। নগরায়ণও বৃদ্ধি পায়।

---

৮. মোগল বাণিজ্য ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। (১০)

উত্তর:
অভ্যন্তরীণ হাট–বাজার
দীর্ঘ সড়ক বাণিজ্য পথ
ওভারসিজ ট্রেড
বন্ধরনগর—গুজরাট, বন্দরনগর
পর্তুগিজ ও আরব বণিক প্রভাব
ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মোগল অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে।

UNIT–V (১০×২ = ২০ নম্বর)

৯. সুলহ–ই–কুল নীতি কেন সফল হয়েছিল? আলোচনা করো। (১০)

উত্তর:
ধর্মীয় শান্তি
জাতিগত সমন্বয়
রাজনৈতিক ঐক্য
রাজপুত সম্পৃক্ততা
অমুসলিম নীতি
মানবিক ধর্মদৃষ্টি
এই নীতি রাষ্ট্রকে সংহত করে।

---

১০. ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করো। (১০)

উত্তর:
ভক্তি—ঈশ্বরপ্রেম, জাতিবৈষম্যহীনতা।
সুফি—অহংহীনতা, মানবপ্রেম।
দুটোই সমাজসংস্কার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটায়।